দৈনিক ইত্তেফাক

১৫ সেপ্টে. 2002

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় এ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল গঠনের তাগিদ

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ দেশের ৩/৪টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া অন্যান্য বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে পার্ট টাইম শিক্ষকরাই নিয়মিত ক্লাস নিচ্ছেন। এমন শিক্ষকের খোঁজ পাওয়া গেছে যিনি ১৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পার্টটাইম ক্লাস নিয়ে থাকেন। অধিকাংশ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ক্যাম্পাস নেই। মুরগির খোয়াড়ের মত গাদাগাদি পরিবেশে শিক্ষাদান করা হচ্ছে কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে। ছাত্র বেতনের ক্ষেত্রে তারতম্য প্রকট। প্রশাসনিক জটিলতা ও আর্থিক অনিয়মের কারণে মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে আছে ৩টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়। গতকাল শনিবার "বাংলাদেশে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা ঃ সংশ্লিষ্টদের ভূমিকা ও সুপারিশ প্রসঙ্গ" শীর্ষক আলোচনা সভায় বিভিন্ন বক্তা এই তথ্য প্রকাশ করেন। সভায় বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার মান বৃদ্ধি ও সার্বিক পরিস্থিতি উন্নয়নের লক্ষ্যে এ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল গঠনের সর্বসম্মত প্রস্তাব করা হয়েছে। এশিয়া ডাইজেস্ট আয়োজিত ডঃ আলী আশরাফ স্মারক আলোচনার অংশ হিসেবে গতকালের এই সভায় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ওসমান ফারুক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সাবেক শিক্ষামন্ত্রী মজিদ খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি প্রফেসর এম মনিরুজ্জামান মিঞা, বিচারপতি হাবিবুর রহমান খান, সাবেক রাষ্ট্রদূত এম এম রেজাউল করিম, জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ নূরুল ইসলাম, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সাবেক সচিব মোঃ শহীদুল্লাহ, প্রফেসর মাহবুব উল্লাহ, প্রফেসর আর আই মোল্লা, প্রফেসর কে এম মোহসীন, প্রফেসর এম শামসুল হক, প্রফেসর ডঃ আব্দুল হান্নান সিরাজ, প্রফেসর মোহাম্মদ আজাহার উদ্দিন প্রমুখ সভায় বক্তৃতা করেন। সভাপতিত্ব করেন সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি মোহাম্মদ আব্দুর রউফ। সভা পরিচালনা করেন দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী (১৫শ পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

অধ্যাপক ইশারফ হোসেন। বিভিন্ন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্ট/ প্রতিষ্ঠাতা, প্রতিনিধি, ভিসি, প্রো-ভিসি, ডীন, শিক্ষক প্রতিনিধিবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

ধার করা শিক্ষক দিয়ে উঁচু মানের লেখাপড়া হবে না

শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ওসমান ফারুক বলেন, ১৯৯২ সালে দেশে প্রথম বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেয়া হয়। ইতিমধ্যেই এই সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা প্রমাণিত হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিষয়ে জটিলতা শুরু হয়েছে। উপাচার্যের কক্ষে তালা দেয়া, প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে মামলা করে পরিস্থিতি ঘোলাটে করা হয়েছে। শিক্ষাঙ্গনে এই ধরনের ঘটনা দুঃখজনক। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের প্রয়োজন আছে কিনা এ নিয়ে অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন। এ ব্যাপারে আমি কোন মন্তব্য করতে চাই না। তবে আমি মনে করি, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা যেহেতু বেড়েছে সেহেতু এইক্ষেত্রে সমন্বয় রক্ষার জন্য এ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল গঠন করা যেতে পারে। শিক্ষামন্ত্রী বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিস্থিতি তুলে ধরে বলেন, অস্থায়ী ফ্যাকাল্টিতে ধার করা শিক্ষককে নিয়ে উঁচু মানের লেখাপড়া করানো যাবে না। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ফ্যাকাল্টি থাকা জরুরী। ঢাকার বাইরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, এক্ষেত্রে প্রয়োজনে বিভিন্ন শর্ত শিথিল করা হবে।

কেউ চ্যালেঞ্জ করলে সার্টিফিকেট বাতিল হয়ে যাবে

সভায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সাবেক সচিব মোঃ শহীদুল্লাহ বলেন, দেশে এখন ৩০টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক কারা, তারা কী পড়ায় তা দেখা দরকার। ৩/৪টি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া অন্যান্য বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে পার্ট টাইম শিক্ষক পড়াশোনা করাচ্ছেন। বেতনের তারতম্য প্রকট। কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিস্টার প্রতি বেতন ১ লাখ, কোথাও ৩০ হাজার, কোথাও ১০ হাজার। ভিসির বেতন কোথাও ১ লাখ কোথাও ২০ হাজার। এইক্ষেত্রে একটি সমন্বয় থাকা জরুরী। মোঃ শহীদুল্লাহ বলেন, বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয় অনুষ্ঠান করে সার্টিফিকেট দিচ্ছে। অথচ তাদের সার্টিফিকেট প্রদানের বৈধতা অর্জিত হয়নি। কেউ যদি চ্যালেঞ্জ করে তাহলে তাদের সার্টিফিকেট বাতিল হয়ে যাবে।